শৈলকুপায় কৃষকদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষকদল নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী আদালতে কৃষকদলের নেতাসহ চার জনকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করেছেন। শুধু ধর্ষণ আর গর্ভপাতই নয়, প্রেম ও বিয়ের অভিনয় করে ওই নারী কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ৭ লাখ টাকা।

এদিকে শৈলকুপা থানায় নির্যাতিত ওই নারী পৃথক একটি অভিযোগও করেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে পুলিশ সত্যতা পান। এ খবর নিশ্চত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সম্রাট মন্ডল।

ভুক্তভোগী নারীর মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে ওই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন নাজমুল খন্দকার নামের এক যুবক। নাজমুল খন্দকার শৈলকূপা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলামের ছেলে। ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাজমুল খন্দকার নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নাজমুলের গোটা পরিবার জানার পরে তারা মেনে নেয়। এরপর ওই নারী নাজমুলের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে নাজমুল ও তার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা কৌশলে ওই নারীকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকার রয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করে গর্ভপাত ঘটায়।

ভুক্তভোগীর নারীর অভিযোগ, চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মা তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ওই নারী কোনো সমাধান পাননি। পরে তিনি শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। নাজমুল খন্দকারের বাবা কামরুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই নারীকে নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, দুই বছর ধরে নাজমুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত থাকায় পরিবারের সবাই তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু অবাধ মেলামেশার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়লে ছেলের পরিবার তাকে মারধর করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার গর্ভের

সন্তান নষ্ট করে দেয়।

এ বিষয়ে কৃষকদল নেতার ছেলে নাজমুল খন্দকার বলেন, ওই নারীর অভিযোগ সত্য নয়। সে একজন প্রতারক। তার নামে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা তিনি এখনো জানেন না।

নাজমুলের পিতা শৈলকুপা কৃষক দলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগকারী মহিলা সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে সে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত এটা জানি। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তিনি নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল জানান, ওই নারির অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তিনি জানান, এ নিয়ে যদি আদালতের কোন নির্দেশনা আসে তবে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান গত শুক্রবার রাতে জানান, এ বিষয়ে শৈলকুপা থানায় আদালতের নির্দেশে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, মামলা নং ০৪/২৫। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারি সম্ভবত খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাকে প্রলোভনে ফেলে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তারের জেরে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৫ জন।

রোববার রাতে দিঘিরপাড় গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আমজাদ বিশ্বাসের সাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলিম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। রোববার রাতে রেজওয়ানের সমর্থক তুষারের সাথে আলিম উদ্দিনের সমর্থক মুকুলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। পরে রাতে আলিম উদ্দিনের নেতৃত্বে তার সহযোগী নায়ক বিশ্বাস, সাহেব বিশ্বাস, মনিরুল বিশ্বাস, মুকা ওরফে মুকাদ্দাস লোকজন নিয়ে রেজওয়ান বিশ্বাসের সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। বাঁধা দিলে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয় নারীসহ ৫ জনকে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দিঘিরপাড় গ্রামে সামাজিক বিরোধ নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিলো। এখন এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল

ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম আনারকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে, ইন্সপেক্টর (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম এবং সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আনারুল ইসলাম আনারকে তার নিজস্ব ভাটার এলাকা থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা রয়েছে, যার মামলা নম্বর ২০/২৮/৮/২০২৪।

পুলিশ জানিয়েছে, তাকে আগামীকাল আদালতে পাঠানো হবে।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা আটক

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতাকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। গতকাল রোববার (১৩ এপ্রিল) রাতে আনন্দবাস গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, থানায় দায়েরকৃত একটি চাঁদাবাজির মামলায় তাকে আটক করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম তোতা মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মৃত ইজ্জত আলী ডাক্তারের ছেলে। তিনি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, রোববার রাতে সাইবার ক্রাইম ইউনিট, ডিবি এবং থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। পরে সোমবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম আটক

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাড. মহা.আব্দুস সালামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে শহরের বড়বাজার তাঁর নিজবাসভবনে অভিযান চালিয়ে ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে বর্তমানে মেহেরপুর সদর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

অ্যাড. মহা. আব্দুস সালাম কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন বলেন, ডিবি পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে দিয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি গ্রেফতার, কারাগারে প্রেরণ

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতিসহ ৩ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার চাঁদবিল মোড়ের একটি রেস্টুরেন্ট থেকে মেহেরপুর সদর থানা ও ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু মোরশেদ শোভন ও জয় খানকে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ নেতা আশিকুর রহমানকে গ্রেফতার করেন।

তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দায়ের করা মামলা রয়েছে বলে জানান সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন।

আজ রোববার (৬ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেককে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার রাত ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত অফিসার আল মামুনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম প্রায় আধাঘন্টা ব্যাপি তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। এসময় এমএ খালেকের বাড়ির সামনে বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে কি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা জানা যায়নি।

এম এ খালেক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কয়েক মাস হাজত বাসের পর জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন।

আজ শুক্রবার এমএ খালেকের নাতি ছেলের আকিকা উপলক্ষ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠান চলছিল বলে জানান পরিবারের লোকজন।

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের

৪ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২ নেতাসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চৌগাছা গ্রামের আনারুল ইসলাম শাহের ছেলে আশরাফুল ইসলাম ইন্টু (৩১), গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের উপ-স্কুল বিষয়ক সম্পাদক রেদানুর জামান (২০), গাংনী পৌরসভার ভিটাপাড়া এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আনোয়ার আহম্মেদ রমিন (২৮) এবং একই এলাকার আব্দুল খালেক দেওয়ানের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিম (২৮)।

এদের মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিমকে সদর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকি তিনজনকে গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃতরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি।

শনিবার দিবাগত রাত থেকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

আজ রবিবার (৩০ মার্চ) দুপুরে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাদের আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।